এক নজরে কাজলী শিশু শিক্ষা মডেল

বাংলাদেশে শিশুদের আনন্দময় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

কাজলী মডেল কী?

কাজলী মডেল হলো ৪–৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য একটি এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। এই মডেলের মাধ্যমে শিশুদের আনন্দময় পরিবেশে খেলতে খেলতে শেখার সুযোগ তৈরি করা হয়।

এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের মধ্যে শেখার প্রতি আগ্রহ তৈরি করা, তাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করা এবং শিক্ষাভীতি দূর করা।

মূল উদ্দেশ্য

- শিশুদের জন্য আনন্দময় ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা
- খেলাধুলার মাধ্যমে শেখার সুযোগ প্রদান
- শিশুদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ তৈরি করা
- শিশুদের মন থেকে শিক্ষাভীতি দূর করা
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য শিশুদের প্রস্তুত করা

শিক্ষার পদ্ধতি

কাজলী মডেলে প্রচলিত বই-খাতা নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে বিভিন্ন সৃজনশীল উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন:

- পকেট কার্ড
- পকেট বোর্ড

- ব্ল্যাকবোর্ড
- গণিতমালা
- বিভিন্ন শিক্ষামূলক খেলা

এসব উপকরণের মাধ্যমে শিশুরা খেলতে খেলতে সহজভাবে শেখে।

পাঠ্য বিষয়সমূহ

কাজলী কেন্দ্রগুলোতে শিশুদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো শেখানো হয়:

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- ছড়া ও কবিতা

শিশুদের ইংরেজিতে কথা বলার প্রাথমিক দক্ষতা গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলন ও ড্রিলের ব্যবস্থাও করা হয়।

অন্যান্য কার্যক্রম

শুধু পড়াশোনা নয়, শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য কাজলী কেন্দ্রে আরও কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়:

- খেলাধুলা
- বিশ্রামের সময়
- শিশুদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা (খিচুড়ি)
- বিভিন্ন আনন্দময় দলীয় কার্যক্রম
- **কাজলী মডেলের যাত্রা**
- এই মডেলটি ২০০৩ সালে শুরু করে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (জওই)।
- গত প্রায় দুই দশকে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে দেড় লক্ষেরও বেশি শিশু উপকৃত হয়েছে।
- কাজলী কেন্দ্র পরিচালনার নীতি
- কাজলী কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হয় ***নো-কস্ট বা নো-কস্ট*** নীতিতে। অর্থাৎ খুব কম খরচে বা প্রায় বিনা খরচে স্থানীয় উদ্যোগে কেন্দ্র পরিচালনা করা সম্ভব।

সমাজের ভূমিকা

কাজলী কেন্দ্র পরিচালনায় স্থানীয় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন:

- শিশুদের বসার ব্যবস্থা করা

- শিক্ষিকার সম্মানী প্রদান
- শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করা
- কেন্দ্রের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা

এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজ নিজেই শিশুদের শিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

রিইব-এর সহযোগিতা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব) কাজলী কেন্দ্রগুলোকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে, যেমন:

- শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ
- নিয়মিত তদারকি ও যোগাযোগ
- কেন্দ্র পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা

উপকরণ বাবদ খরচ

- একটি কাজলী কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত ও সরবরাহ করতে প্রায় ৮,০০০ – ১০,০০০ টাকা খরচ হয়।

বর্তমানে কাজলী কেন্দ্র

- বর্তমানে দেশে **প্রায় ৬৫টি কাজলী কেন্দ্র** পরিচালিত হচ্ছে।
- এই কার্যক্রমে ৫ জন কর্মী সরাসরি কাজ করছেন।

কাজলী কেন্দ্র স্থাপনে যোগাযোগ

- রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব)
  বাসা–০৭, রোড–১৭, ব্লক–সি
  বনানী, ঢাকা–১২১৩

মোবাইল: ০১৭৬৬১৭১৯৩২/০১৭১৮১৯১৩৩২

ইমেইল: rib@citech-bd.com

ওয়েবসাইট:

http://www.rib-bangladesh.org/

http://www.kajoliecl.org/